৩০ জুলাই ২০২৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শিশু-কিশোরদের গ্রেফতার ও আটক রাখার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ এবং এ বিষয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের নির্দেশনা এবং আইনের সংস্পর্শে আসা প্রত্যেক শিশুর প্রতি শিশু আইন ২০১৩, মতে আচরণ করার জোর দাবী জানাচ্ছে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে কোয়ালিশন[1]

সম্প্রতি শিশু-কিশোরদের গ্রেফতার ও নির্বিচারে আটক রাখার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ এবং শিশু আইন ২০১৩ বাস্তবায়নের দাবী জানাচ্ছে ৩০ টি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত **শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে কোয়ালিশন**। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত **"গারদখানায় নবম দশম শ্রেণির দুই শিক্ষার্থীও"**[2] এবং **"আট দিন নিখোঁজ, দ্বারে দ্বারে স্বজনরা"**[3] সংবাদ শিরোনাম হতে জানা যায় যে, শিশু-কিশোরদের গ্রেফতার ও নির্বিচারে আটক রাখার ঘটনা ঘটছে যা সংবিধান, বিদ্যমান আইন ও মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনার সুস্পষ্ট লংঘন।

বর্ণিত ঘটনাসমূহ মানবাধিকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ সমূহ যথাক্রমে ২৭ (আইনের দৃষ্টিতে সমতা) এবং ৩১ অনুচ্ছেদ; (আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার) এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সংবিধানের ৩৫ (৫) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। পাশাপাশি, **ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা সমূহের অধীনে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার ও রিমান্ড বিষয়ক ২০১৬ সালের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা রয়েছে।** একইসাথে, শিশু আইন ২০১৩ এর ৭০ ধারা অনুযায়ী শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক আচরন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। গত ১৩ই জানুয়ারি ২০১১ তারিখ মানবাধিকার সংগঠন ব্লাস্ট এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে দায়ের করা রিট এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত যুগান্তকারী রায় ৯ আগস্ট ২০১০ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করার বিষয়ে জারীকৃত পরিপত্র এবং ২১ শে এপ্রিল ২০১১ তারিখে সরকার কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা ২০১১ অনুযায়ী শিশুদের প্রতি যেকোন ধরনের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান বেআইনি। এছাড়া শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ-২০ এ বলা হয়েছে, "কোনো শিশু সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে তার পারিবারিক পরিবেশের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে কিংবা সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনায় ঐ পরিবেশে তাকে রাখা সমীচীন না হলে সে রাষ্ট্রের কাছ থেকে বিশেষ সুরক্ষা ও সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে"।

এমতাবস্থায়, উল্লেখিত ঘটনাবলী জরুরী তদন্তপূর্বক গ্রেফতার ও রিমান্ড বিষয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের নির্দেশনা এবং আইনের সংস্পর্শে আসা প্রত্যেক শিশুর প্রতি শিশু আইন ২০১৩, মতে আচরণ করার **জোর দাবী জানাচ্ছে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে কোয়ালিশন।**

বার্তা প্রেরক:
শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে কোয়ালিশন সচিবালয়ের পক্ষে
কমিউনিকেশন বিভাগ, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
ই-মেইল: communication@blast.org.bd

[1] **শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে কোয়ালিশনঃ** পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনসমাগমের স্থান সহ সর্বক্ষেত্রে শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে বিদ্যমান আইন, হাইকোর্টের নির্দেশনা, বিভিন্ন সরকারী পরিপত্র ও আদেশ বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থা, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক, অভিভাবক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে ২০১৭ সালে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে ৩০ টি সংস্থার সমন্বয়ে কোয়ালিশন গঠিত হয়। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এই কোয়ালিশনের সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করছে।

[2] **গারদখানায় নবম দশম শ্রেণির দুই শিক্ষার্থীও (দৈনিক সমকাল, ২৬ জুলাই ২০২৪; পৃষ্ঠাঃ ১১; কলামঃ ১)**

[3] **আট দিন নিখোঁজ, দ্বারে দ্বারে স্বজনরা (দৈনিক সমকাল, ২৯ জুলাই ২০২৪; পৃষ্ঠাঃ ১১; কলামঃ ৫)**